বিষয়বস্তুঃ হিজাব

সফর মাসের প্রথম জুমুআর বয়ান

(৩ সফর ১৪৪৬ হিজরী, ৯ আগস্ট ২০২৪)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১৪৯

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْصَّلَاةُ وَالْسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى أٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ:فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۞ يٰٓ أَيُّهَاالنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আজ আরবী সফর মাসের প্রথম জুমুআ। আজ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হল, হিজাব বা নারীর পর্দা।

সুধী বন্ধুগণ ! এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, বর্তমান মুসলিম সমাজের অধিকাংশ পরিবারে দ্বীনদারী না থাকার কারণে আমাদের মা-বোনদের মধ্যে

ইসলামী হিজাব বা পর্দা গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। যার ফলে মুসলিম সমাজে নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা, ও যেনা-ব্যভিচারের ঘটনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বর্তমান দেখা যাচ্ছে, কিছু পরিবারের মা-বোনেরা হিজাব পরে রাস্তায় বের হচ্ছেন। এটা নিশ্চয় ভাল জিনিস। কিন্তু আফসোসের বিষয় হল, এদের মধ্যে অনেক মা-বোনদের কাছে হিজাব পরাটা একটি ফ্যাশানে পরিণত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, অনেকে যদিও হিজাব পরে আছেন, কিন্তু তাদের চেহারাটা সম্পূর্ণ খোলা। আবার কেউ নকশা ও কারুকার্য করা আকর্ষণীয় বোরখা পরে বের হচ্ছেন। অনেকে এমন বোরখা পরছেন, যা পরপুরুষদেরকে আকর্ষিত করে। কারো কারো বোরখা এতোটা টাইট ফিট, যার উপর দিয়ে শরীরের অবয়ব ও পরিকাঠামো একেবারে সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

খুব ভাল করে মনে রাখুন, এবং বাড়ির মহিলাদেরকে এ মাসআলা বলেদিন যে, এ ধরণের বোরখা শরয়ী হিজাব নয়। এরূপ হিজাব পরা ও না পরা প্রায় সমান। আমাদের

প্রত্যেকের দায়িত্ব, এ বিষয়ে বাড়ির মহিলাদেরকে সচেতন করা।

সম্মানীয় উপস্থিতি ! এটা খুব ভাল করে জানা দরকার যে, পর্দা নারীর জন্য আশীর্বাদ। পর্দা নারীর জন্য রহমত। পর্দা নারীর হিফাযত। পর্দা নারীর মান-সম্মান রক্ষাকারী। পর্দাশীল নারীরা হয়ে থাকে নারীসুলভ গুণে গুণান্বিত। পর্দানশীনা নারী হল জান্নাতী রমণী। অতএব, বলা যায়, বেপর্দা নারী অভিশপ্ত। বেপর্দা নারী আল্লাহর রহমত বঞ্চিত। বেপর্দা নারী অসংরক্ষিত। বেপর্দা নারীরা নারীসুলভ গুণ থেকে মাহ্রূম। বেপর্দা নারীরা সর্বদা একটি কবীরা গোনাহে নিমজ্জিত।

এজন্যই আল্লাহ তায়ালা নারীজাতির উপর পর্দা ফরয করে দিয়েছেন। যাতে করে তারা সংরক্ষিত হয়ে জীবনযাপন করতে পারে। লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদেরকে হিজাব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ তাঁরা হলেন, উম্মুল মু'মিনীন। অর্থাৎ, তাঁরা আমাদের মু'মিনদের মা।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরা আহযাবের ৫৯ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ

"হে নবী ! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে ও কন্যাদেরকে এবং মু'মিনীনদের স্ত্রীগণকে বলে দিন, তারা যেন নিজেদের চাদরের কিছু অংশ (মুখমণ্ডলের উপর) টেনে নেয়।"

এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা নারীদেরকে নিজেদের মুখমণ্ডল সহ গোটা শরীর ঢাকার নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা নারীজাতির এই পর্দার ফায়েদা উল্লেখ করে বলেছেনঃ ذٰلِكَ أَدْنٰى أَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ "এতে তাদেরকে (ঈমানদার নারী বলে) চেনা সহজ হবে, ফলে তারা হেনস্থ হবে না।"

এখানে আল্লাহ রব্বুল আলামীন পর্দার দু'টি ফায়েদা উল্লেখ করেছেন। (১) পর্দার মাধ্যমে ঈমানদার নারীদেরকে কাফির নারীদের থেকে পৃথক ভাবে চেনা যাবে। অর্থাৎ,

পর্দা হল নারীদের ঈমানের আলামত। পক্ষান্তরে বেপর্দা হয়ে চলাফেরা করা কাফির নারীদের পরিচয়। (২) পর্দার বরকতে রাস্তাঘাটে ও সর্বত্র নারীরা সব রকমের ফেতনা ও যৌনহেনস্থা থেকে নিরাপদে থাকে। আয়াতে এ কথা সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে। আর এটা অতিবাস্তব কথা।

সুনানে তিরমিযীর ১১৭৩ নম্বর হাদীসে সহীহ সনদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

“মহিলা হল আপাদমস্তক পর্দা। যখন কোন মহিলা বাইরে বের হয়, তখন শয়তান তার দিকে চোখ তুলে কুদৃষ্টিতে দেখে।”

এ হাদীসের মানে হল, মহিলাদের গোটা শরীর পর্দা। অতএব, কোন নারী বেপর্দা হয়ে বাইরে বের হলে শয়তান পুরুষদেরকে তার দিকে কুদৃষ্টিতে দেখতে উদ্বুদ্ধ করে।

মিশকাত শরীফের ২৬৯ নম্বর পৃষ্ঠায় বিখ্যাত তাবিয়ী হাসান বিসরী (রহ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ

بَلَغَنِي أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُوْرَ اِلَيْهِ

“আমার কাছে এ হাদীস পৌঁছেছে যে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ বেপর্দা নারীর দিকে যে পুরুষ তাকায় তার প্রতি যেমন আল্লাহর লা’নত হয়, তেমনিভাবে ওই নারীর উপরেও আল্লাহর লা’নত হয়, যার দিকে কোন পুরুষ তাকায়।”

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী ! মনে রাখবেন, প্রয়োজনে মহিলারা বাইরে বের হতে পারে। তারা শর্ত সাপেক্ষে শিক্ষার উদ্দেশ্যে, চিকিৎসার জন্য, কোন প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার জন্য বাইরে যেতে পারে, তবে নিজের হিফাযতের জন্য হিজাব বা পর্দা করে বাইরে বের হবে।

আমাদের মুসলিম সমাজের আরেকটি কুসংস্কার হল, মহিলাদের বেপর্দার সাথে পুকুরে গোসল করা। বহু গ্রামে এখনও পর্যন্ত মহিলারা পুকুরে পরপুরুষদের সামনে বেপর্দা হয়ে গোসল করে। অথচ পরপুরুষের সামনে বেপর্দা হওয়া সম্পূর্ণ হারাম। আমাদের একান্ত কর্তব্য, মহিলাদেরকে এ বিষয়ে সাবধান করা।

একটি ঘটনাঃ

সুনানে ইবনে মাজা'র ৩৭৫০ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, একবার আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকাহ রযিয়াল্লাহু আনহার নিকট শাম দেশের হিম্‌স নামক শহর থেকে কিছু মহিলা এসেছিল। হযরত আয়েশা (রযি) তদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমরা কোথা থেকে এসেছ ? তারা বললঃ শাম দেশ থেকে এসেছি। হযরত আয়েশা (রযি) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি সেই অঞ্চলের মানুষ, যেখানকার মহিলারা একে অপরের সামনে বেপর্দা হয়ে একসাথে গোসল করে ? মহিলারা বললঃ হ্যাঁ, আমরা সেই এলাকার মানুষ।

অতঃপর হযরত আয়েশা (রযি) বললেনঃ আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যদি কোন মহিলা নিজের স্বামীর ঘর ছাড়া অন্য কোন জায়গায় নিজের কাপড় খোলে, (যেমন কোন মহিলা যদি বেপর্দা হয়ে এমন কোন জায়গায় গোসল করে, যেখানে পরনারী ও পরপুরুষ তাকে দেখতে পায়) তাহলে সে আল্লাহ ও নিজের মাঝের সম্পর্কের পর্দা বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। এটা সুনানে ইবনে মাজা'র ৩৭৫০ নম্বর হাদীস।

এখানে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হল, মহিলাদের বেপর্দা হয়ে গোসল করা তো অনেক দূরের কথা, কুরআন ও হাদীসের আলোকে ফুকাহায়ে কিরামগণ বলেছেনঃ পুরুষদের জন্যও পর্দার সাথে গোসল করা সুন্নত। কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা এটা প্রমাণিত। বেপর্দা হয়ে শরীর খুলে গোসল করা নির্লজ্জতার পরিচয়। এজন্যই সমস্ত নবী-রসূলগণ পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও পর্দা করে গোসল করতেন। মনে রাখবেন, পৃথিবীর সমস্ত মানুষদের মধ্যে নবীগণ সবচেয়ে বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। তাই নবীগণ পর্দার সাথেই গোসল করতেন। সহীহ বুখারীর ৯ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, হায়া-লজ্জা হল ঈমানের অঙ্গ বিশেষ।

সুধী ভাই সকল ! সহীহ বুখারীর ৩১৭১ নম্বর হাদীসে হযরত উম্মে হানী (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ আমি মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোন বিষয়ে অভিযোগ জানানোর জন্য গিয়েছিলাম। দেখলাম, তিনি গোসল করছেন। আর তাঁর কন্যা ফাতিমা (রযি) নবীজিকে একটি কাপড় দিয়ে আড়াল করে রেখেছেন। যেন গোসলের সময়

নবীজিকে কেউ দেখতে না পায়। এখানে লক্ষ্য করুন, নবীজি পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও পর্দার আড়ালে গোসল করছেন। আর আমাদের গ্রাম অঞ্চলের মা-বোনেরা নারী হয়েও সকলের সামনে পুকুরে গোসল করছে। এটা কত বড় লজ্জার বিষয় ভেবে দেখুন। এর জন্য আমরা পুরুষরাই দায়ী।

পর্দার ৩টি স্তর রয়েছেঃ

সুধী ভাই সকল ! ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ কুরআন ও হাদীসের আলোকে পরিবেশ, পরিস্থিতি অনুযায়ী পর্দার ৩টি স্তর বর্ণনা করেছেন।

প্রথম স্তর হল, আল্লাহর সঙ্গে পর্দাঃ

আল্লাহর সঙ্গে পর্দার অর্থ হল, কোন মহিলা যখন নামায পড়বে, তখন সে ৩টি অঙ্গ ছাড়া গোটা শরীর ঢেকে নামাযে দাঁড়াবেঃ (১) মুখমণ্ডল, (২) দুই হাত কব্জি পর্যন্ত, (৩) দুই পায়ের পাতা গাঁট পর্যন্ত। এই ৩টি অঙ্গ ছাড়া বাদবাকি গোটা শরীর ঢেকে রাখবে। এটাই হল, আল্লাহর সাথে আল্লাহর বান্দীর পর্দা।

দ্বিতীয় স্তর মাহরাম পুরুষদের থেকে পর্দাঃ

পর্দার দ্বিতীয় স্তর হল, মাহরাম পুরুষের থেকে পর্দা। মাহরাম পুরুষ বলতে, ওই সমস্ত পুরুষ যাদের সঙ্গে কখনও বিয়ে করা যায় না। যেমন কোন মহিলার নিজের বাপ, দাদা, চাচা, নানা, মামা, ভাই, ভাইপো। অনুরূপভাবে, নিজের ছেলে, নাতি, পোতা।

এরা সকলেই মহিলার মাহরাম পুরুষ। এদের সামনে মহিলার মাথা, মুখমণ্ডল, দু'হাত ও হাঁটুর নিচে থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত পর্দা নয়। ফাতাওয়া শামীর ৯ম খণ্ডের ৫২৮ পৃষ্ঠায় এ কথা লেখা আছে।

তৃতীয় স্তর হল, পরপুরুষদের থেকে পর্দাঃ

মহিলাদের পর্দার তৃতীয় স্তর হল, পরপুরুষদের থেকে পর্দা। পরপুরুষ বলতে, এমন পুরুষ যাদের সাথে কোন না কোন সময় বিয়ে করা যায়। যেমন, দেওর, ভাসুর, দুলাভাই, চাচাতো ভাই, খালাতো ভাই, মামাতো ভাই, ফুফুতো ভাই। অনুরূপভাবে, আত্মীয় নয় এমন পুরুষেরা সকলেই পরপুরুষ। এদের থেকে মহিলার গোটা শরীর পর্দা। হাত, পা, মুখ প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গই পর্দার অন্তর্ভুক্ত।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ ! আমাদের পরিবেশে মহিলারা বিশেষ করে দেওর, দুলাভাই, চাচাতো, খালাতো, ফুফুতো ও মামাতো ভাইদের থেকে মোটেই পর্দা করে না। অনেকে মনে করে, এদের থেকে কোন পর্দা নেই। অথচ হাদীসের মধ্যে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ করে দেওরের থেকে পর্দা করার তাগিদ দিয়েছেন।

সহীহ বুখারীর ৫২৩২ নম্বর হাদীসে উকবা ইবনে আমির (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, একদিন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে বলেছিলেনঃ

اِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ: اَلْحَمْوُ اَلْمَوْتُ

“তোমরা বেগানা নারীদের নিকট প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকবে। একথা শুনে একজন আনসারী সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! দেওরের ব্যাপারে আপনি কী বলেন ? নবীজি উত্তরে বললেনঃ দেওর হল, মৃত্যু সমতুল্য।”

অর্থাৎ, মানুষ যেমন মৃত্যু থেকে সাবধানতা অবলম্বন করে, তেমনি মহিলাদের দেওরের থেকে সাবধান থাকা

উচিত। দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের নারী সমাজকে শারয়ী হিজাব পালন করার তাওফীক দান করুন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী

নাযিমে আ'লা, জামিয়া নু'মানিয়া